জমি বিক্রয়

বনগাঁ থানার অন্তর্গত উত্তর কালুপুর গ্রামে পঞ্চায়েত রাস্তার পার্শ্বে ৬ ফুট রাস্তা সহ ৭ কাঠা জমি সম্পত্তি বিক্রয় হবে।

যোগাযোগ ঃ ৬২৯৫২৬০৮০৫

স্থানীয় নির্ভিক সাপ্তাহিক সংবাদপত্র

সার্বভৌম সমাচার

RNI Regn. No. WBBEN/2017/75065 ❑ Postal Regn. No.- Brs/135/2020-2022 ❑ Vol. 07 ❑ Issue 26 ❑ 14 Sept., 2023 ❑ Weekly ❑ Thursday ❑ ₹ 3

নতুন সাজে সবার মাঝে

শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত

ALANKAR

অলঙ্কার

সরকার অনুমোদিত ২২/২২ ক্যারেট K.D.M সোনার গহনা নির্মাতা ও বিক্রেতা

যশোহর রোড • বনগাঁ

M : 9733901247

উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষা দিতে বিদ্যালয়ে বিজেপি বিধায়ক, কটাক্ষ তৃণমূলের

প্রতিনিধি ঃ বনগাঁ দক্ষিণের বিজেপি বিধায়ক স্বপন মজুমদারের উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার সিট পড়েছিল বনগাঁর কালিতলা বিশ্ববন্ধু শিক্ষা নিকেতনে। তিনি এবার রবীন্দ্র মুক্ত বিদ্যালয় এর মাধ্যমে পরীক্ষা দিচ্ছেন। স্বপন বাবু জানান, আজ এডুকেশন পরীক্ষা ছিল। গত বছর ৩ টে পরীক্ষা দিয়েছিলেন। এই বছর ২ টো পরীক্ষা বাকি ছিলো, আজ একটা হলো, ১৯ তারিখ আর একটা হবে। আমি বাস্তব শিক্ষায় শিক্ষিত হতে চাই। কাট মানির শিক্ষা বা তোলাবাজির শিক্ষায় শিক্ষিত হতে চাই না। ছোটবেলায় বাবার মৃত্যুর কারণে খুব বেশি পড়াশোনা করতে পারিনি। তবে ক্লাসে প্রথম হতাম। পরবর্তীতে উচ্চশিক্ষিত হওয়ার স্বপ্নই পূরণ করার জন্য পরীক্ষা দিচ্ছি। পড়াশোনার কোন বয়স হয় না। মাধ্যমিক আগেই দিয়েছি, এবার উচ্চ মাধ্যমিকের দ্বিতীয় বর্ষের পরীক্ষা দিচ্ছি। পরীক্ষার হলের বাইরে ভিড় করেছিল স্থানীয় বিজেপি কর্মীরা। স্বপনবাবুর এই পরীক্ষা দেওয়াতে

কটাক্ষ করেছে তৃণমূল।

প্রসঙ্গত বিধানসভা নির্বাচনের সময় স্বপন মজুমদারের শিক্ষাগত যোগ্যতা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছিল শাসক দল। নির্বাচনের সময় জমা দেওয়া শিক্ষাগত যোগ্যতা সার্টিফিকেট ভুয়ো বলে দাবি করেছিলেন তৃণমূলের একাধিক নেতারা। এ নিয়ে হাইকোর্টও দ্বারস্থ হতে দেখা যায় শাসক দলের নেতাদের। সেই কারণেই কি শিক্ষাগত যোগ্যতার সার্টিফিকেট পেতে তোড়জোড় বিধায়কের, প্রশ্ন তুলছে শাসক দল।

এই বিষয়ে বনগাঁ পৌরসভার চেয়ারম্যান গোপাল শেঠ বলেন, বনগাঁর মানুষ হিসেবে আমরা লজ্জিত যে, একজন মানুষ যে সার্টিফিকেট নিয়ে শিক্ষিত হতে চাইছে। এটা একমাত্র বিজেপিতে সম্ভব। গোপাল বাবু এও বলেন, এটা নিয়ে এখনও আদালতে মামলা চলছে। কিভাবে উনি উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষা দেওয়ার এডমিট কার্ড পেলেন আমরা উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা পর্ষদের বিরুদ্ধে ইডি সিবিআই ও রাজ্য সরকারের মাধ্যমে তদন্তের আশা করছি।

শুরু হল চাঁদপাড়ার মডেল ষ্টেশন তৈরির কাজ

সিঁদুরে মেঘ দেখছেন প্ল্যাটফর্মের দোকানদাররা

সংবাদদাতা ঃ গত ৬ আগস্ট চাঁদপাড়ায় পূর্বরেল আয়োজিত এক সভায় স্থানীয় সাংসদ তথা কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী শান্তনু ঠাকুর ঘোষণা করেছিলেন, চাঁদপাড়া রেল ষ্টেশন একটি মডেল ষ্টেশনের মর্যাদা লাভ করেছে। এর জন্য রেল দপ্তর ২৩.২ কোটি টাকা বরাদ্দ করেছে। টেন্ডার হয়ে গেছে। শীঘ্রই কাজ শুরু হবে।

মন্ত্রীর আশ্বাস মতো দু মাসে নয় এক মাসের মধ্যেই মডেল ষ্টেশনের কাজ শুরু হয়ে গেছে চলতি মাসের গোড়াতেই চাঁদপাড়া ষ্টেশনের দুই নম্বর প্ল্যাটফর্মে যাত্রী শেড তৈরির জন্য বিশাল বিশাল গর্ত খোঁড়া শুরু হয়েছে। প্ল্যাটফর্মের উপর অবস্থিত ছোট ছোট দোকান ঘরগুলি সরিয়ে নিয়েছেন দোকানিরা।

কাজ শুরু হওয়ায় রেল যাত্রী সহ এলাকার মানুষজন অতিশয় খুশি। কিন্তু সিঁদুরে মেঘ দেখছেন প্ল্যাটফর্মের দোকানদাররা। রুটি রুজি বন্ধ হলে তাঁরা যে না খেয়ে মরবেন। তাই তাঁদের চিন্তার শেষ নেই।

চিন্তিত প্ল্যাটফর্ম ও ষ্টেশন সংলগ্ন রেল বাজারের ব্যবসায়িরা, সম্প্রতি ষ্টেশনের টিকিট কাউন্টারের সামনে সভা করেন। সভায় সিটু ও আইএনটিটিইউসি ইউনিয়নের স্থানীয় নেতৃত্ব উপস্থিত ছিলেন। তাঁরা চাঁদপাড়া ষ্টেশনের সার্বিক উন্নয়নের পক্ষে। চাঁদপাড়া রেল ষ্টেশন এলেকার বিভিন্ন সমস্যাগুলির সমাধনের পক্ষে আছেন তাঁরা। পাশাপাশি রুটি রুজি বজায় রাখার স্বার্থে পুনর্বাসন বা বিকল্প ব্যবস্থার আশা রাখছেন প্ল্যাটফর্ম সহ ষ্টেশন এলেকার ব্যবসায়িরা।

বনগাঁ শহরের যানজট কমাতে রেল কর্তৃপক্ষের কাছে আবেদন বনগাঁর পুরপ্রধানের

প্রতিনিধি ঃ বনগাঁ শহরের অন্যতম সমস্যা যানজট। বিশেষ করে যশোর রোডে কাজের প্রয়োজনে পথে বেরিয়ে যানজটে আটকে পড়ে হাঁসফাঁস করাটা বনগাঁ শহরের বাসিন্দাদের ভবিতব্য হয়ে গিয়েছে। নিয়ন্ত্রণহীন ট্রাক চলাচল, অসংখ্য টোটো, সংকীর্ণ যশোর রোড, রাস্তা জুড়ে তোরণ লাগানো— এ সবের কারণেই যানজট তীব্র আকার নিয়েছে বলে শহরবাসীর দাবি।

এ বার শহরে যানজট সমস্যা কমাতে রেল কর্তৃপক্ষর কাছে আবেদন করলেন বনগাঁর পুরপ্রধান গোপাল শেঠ। সম্প্রতি তিনি পূর্ব রেলের শিয়ালদহ শাখার ডিআরএম এর কাছে স্মারকলিপি দিয়ে বেশকিছু উন্নয়ন মূলক কাজের আবেদন করেছেন।

পুরসভা সূত্রে জানা গিয়েছে, স্মারকলিপিতে ডেঙ্গি প্রতিরোধ করতে, যানজট সমস্যা মেটাতে এবং ডবল লাইন, নতুন ট্রেন চালানো সহ উন্নয়ন মূলক একাধিক প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে। স্মারকলিপিতে গোপাল বাবু আবেদন করেছেন, ন্যূনতম দুটি করে ট্রেন পেট্রাপোল রেল স্টেশন পর্যন্ত চালানো হোক। বিশেষ করে সকালের অফিস টাইমে এবং বিকেলে। প্রসঙ্গত, এখন বনগাঁ - শিয়ালদহ শাখায় লোকাল যাত্রীবাহি ট্রেন বনগাঁ রেল স্টেশন পর্যন্ত যাতায়াত করে। পুরপ্রধান বলেন," পেট্রাপোল পর্যন্ত লোকাল ট্রেন চললে শহরের মধ্যে যানজট সমস্যা অনেকাংশে কমবে। সীমান্ত এলাকায় বসবাসীকারী মানুষদের শহরের মধ্যে দিয়ে যাতায়াত করতে হবে না। সরাসরি তাঁরা বনগাঁ স্টেশনে আসতে পারবেন। পাশাপাশি বাংলাদেশি যাত্রীরাও সরাসরি বনগাঁ স্টেশনে আসতে পারবেন। তাঁদের আর বিভিন্ন অসুবিধা মধ্যে পড়তে হবে না।"

পুরসভা সূত্রে জানানো হয়েছে, রোজ অসংখ্য ট্রাক পণ্য নিয়ে রেলস্টেশন সংলগ্ন রেল ইয়ার্ড থেকে যাতায়াত করে। এর ফলে স্টেশন রোড ও অন্যান্য রাস্তায় যানজটের সৃষ্টি হচ্ছে। পুরসভা সূত্রে জানানো হয়েছে, এই সমস্যা মেটাতে রেল কর্তৃপক্ষের কাছে প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে, ট্রাক চলাচলের জন্য স্টেশন থেকে সরাসরি যশোর সড়কের জন্য একটি পৃথক রাস্তা তৈরি করা উচিত।

পুরসভার পক্ষ থেকে রেল কর্তৃপক্ষকে আরও জানানো হয়েছে, বনগাঁ রেলওয়ে জংশন এলাকায় প্রচুর আগাছা ঝোপজঙ্গলে

তৃতীয় পাতায়...

কিংস্টোন পুরস্কার লাভ প্রধান শিক্ষক মৃনাল কান্তি বিশ্বাসের

নীরেশ ভৌমিক ঃ গত ৯ সেপ্টেম্বর শিক্ষক দিবস উপলক্ষে কলকাতার এডুকেশেনাল ইনস্টিটিউট আয়োজিত অনুষ্ঠানে শিক্ষারত্ন

সম্মানে ভূষিত হন হাবড়ার আক্রমপুর হাই স্কুলের নবাগত প্রধান শিক্ষক মৃনাল কান্তি বিশ্বাস। প্রফেশনাল এচিভমেন্ট এন্ড কনট্রিবিউশান ইন নেশান বিল্ডিংএ সাফল্যের জন্য মৃনালবাবুর এই পুরস্কার লাভ।

ঠাকুরনগর ষ্টেশন পাড়ার বাসিন্দা মৃনালবাবু বিগত ১৯৯৭ সালে বনগাঁর কবি কেশবলাল বিদ্যালয়ে দর্শন শাস্ত্রের শিক্ষক হিসেবে কর্মজীবন শুরু করেন। ১০ বছর পর শ্রী বিশ্বাস জেলার বসিরহাট মহকুমার সূর্যকান্ত হাই স্কুলে প্রধান শিক্ষক পদে যোগদান করেন। এরপর গত বৎসরের আগষ্ট মাসে মৃনাল বাবু হাবড়া পৌরসভা অর্ন্তগত আক্রাম পুর উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে প্রধান শিক্ষক পদে যোগদান করেন। দীর্ঘ ২৬ বৎসর এর শিক্ষকতা জীবনের অভিজ্ঞতা নিয়ে প্রধান শিক্ষক মৃনালবাবু পঠনপাঠন সহ বিদ্যালয়ের সার্বিক উন্নয়নে সদা সচেষ্ট।

তৃতীয় পাতায়...

গোপনাঙ্গে লুকিয়ে মহিলার সোনা পাচারের চেষ্টা,প্রায় ৪৭ লক্ষ টাকার সোনাসহ ধৃত মহিলা পাচারকারি

প্রতিনিধি ঃ শরীরের গোপনাঙ্গের মধ্যে লুকিয়ে সোনা আনার সময় পেট্রোল বন্দরে বিএসএফের হাতে আটক হল এক মহিলা পাচারকারী। বৃহস্পতিবার রাতে ঘটনাটি ঘটেছে পেট্রাপোল সীমান্ত বন্দরে।

বিএসএফ জানিয়েছে, উদ্ধার হওয়া সোনার পরিমাণ৭৮১.৮৬ গ্রাম। যার ভারতীয় বাজার মূল্য প্রায় ৪৭ লক্ষ টাকা। সোনা গুলি পেস্ট আকারে শরীরের গোপন অঙ্গের মধ্যে লুকিয়ে রাখা ছিল। ধৃত মহিলা ভারতের মহারাষ্ট্রের বাসিন্দা। দুবাই কাতারে কাপড়ের ব্যবসা করে। বর্তমানে বাংলাদেশেও তার ব্যবসা চলছে। সে কারণেই বাংলাদেশ থেকে ভারতে আসছিলেন।

বিএসএফ জানিয়েছে, রাতে আইসিপি পেট্রাপোলের প্যাসেঞ্জার

তৃতীয় পাতায়...

Behag Overseas

Complete Logistic Solution

(MOVERS WHO CARE)

MSME Code UAM No.WB10E0038805

ROAD - RAIL - BARGE - SEA - AIR

CUSTOMS CLEARANCE IN INDIA

Head Office : 48, Ezra Street, Giria Trade Centre, 5th Floor, Room No : 505, Kolkata - 700001

Phone No. : 033-40648534

9330971307 / 8348782190

Email : info@behagoverseas.com

petrapole@behagoverseas.com

BRANCHES : KOLKATA, HALDIA, PETRAPOLE, GOJADANGA, RANAGHAT RS., CHANGRABANDHA, JAIGAON, CHAMURCHI, LUKSAN, HALDIBARI RS, HILI, FULBARI

স্থানীয় নির্ভিক সাপ্তাহিক সংবাদপত্র
সার্বভৌম সমাচার
বর্ষ ০৭ ❒ সংখ্যা ২৬ ❒ ১৪ সেপ্টেম্বর, ২০২৩ ❒ বৃহস্পতিবার

জীবন গঠনে পরিবেশের গুরুত্ব সীমাহীন

পৃথিবীতে প্রাণী সৃষ্টি হওয়ার মতো অনুকূল পরিবেশ গড়তে বহু কোটি বছর লেগেছিল। তাই পরিবেশ ও প্রাণ একই মুদ্রার এপিঠ ওপিঠ। সমস্ত প্রাণই এই পরিবেশের দ্বারা প্রভাবিত। বিশেষ করে মানব জীবন। পরিবেশ বোঝাতে গিয়ে আমরা সামাজিক, পারিবারিক, প্রাকৃতিক ও রাজনৈতিক পরিবেশের কথা বলছি। মানব জীবনে এই প্রত্যেকটি পরিবেশের গুরুত্ব অসীম, সুস্থ পরিবেশ মানুষকে মানবিক গুণে সমৃদ্ধ করে, দূষিত পরিবেশ মানুষকে করে অমানুষ। যেমন যাদবপুর ইউনিভার্সিটিতে ঘটে যাওয়া নৃশংসমূলক বর্বরোচিত এক অমানবিক কর্মকাণ্ড। পরিবেশ দূষিত হলে এমন ভয়ার্ত কাণ্ডের উদ্ভব হয়। সমাজবিজ্ঞানীরা দেখতে পেয়েছেন, পরিবেশ মানুষের জীবনে সবচেয়ে বেশি প্রভাব ফেলে। শিক্ষার ক্ষেত্রে পরিবেশ নির্মল হওয়া একান্ত আবশ্যক। যদি কোনো ছাত্রছাত্রী পড়তে এসে রাজনৈতিক দলের ছত্রছায়ায় নিজেকে মেলে ধরে, তাহলে তার পড়াশোনার ব্যাঘাত ঘটলো, ক্যারিয়ারে পেরেক পোতা হয়ে গেল। কার সর্বনাশ হলো? হিসেব করে দেখুন, আপনার নিজের। অথচ আপনার বাবা-মা কত কষ্ট করে আপনাকে পাঠিয়েছে একটা আশায়, তাদের সন্তান মানুষ হবে, তাদের পাশে দাঁড়াবে কিন্তু সব আশা ধুলিসাৎ হয়ে গেল শুধুমাত্র আপনার ভুলের জন্য। আপনি দূষিত পরিবেশের দাস হয়ে গেছেন। যেখানে স্বপ্ন আশা বৃথা।

শিক্ষার শেষে মানুষ যখন কর্মজীবনে প্রবেশ করে তখন সে সামাজিক পরিবেশে গিয়ে পড়ে। এই পরিবেশে সে প্রত্যক্ষ করে একদিকে আদর্শ অন্যদিকে আদর্শহীনতা, একদিকে মূল্যবোধ অন্যদিকে মূল্যবোধের অভাব, একদিকে সুনীতি অপরদিকে চরম দুর্নীতি, একদিকে ত্যাগ অপরদিকে লোভ— মানুষ বিভ্রান্ত হয়ে যায়, এদের হাতছানিতে। যে যেমন ভাবে প্রভাবিত হয় সে তেমনভাবেই সমাজে পরিচিত হয়। দূষিত পরিবেশের স্পর্শ আপনার গায়ে যাতে না লাগে, তার জন্য আপনাকে সতর্ক থাকতে হবে। সচেতন থাকতে হবে। চক্রব্যূহের ফাঁদে কখনোই নিজেকে জড়িয়ে ফেলবেন না। চেষ্টা করবেন দূরে সরে থাকতে। মনে রাখবেন জীবনে সাফল্য আপনাকে পেতেই হবে। Success is the best revenge. Bad Environment থেকে দূরে থাকার চেষ্টা করুন।

জনস্বাস্থ্য কর্মাধ্যক্ষ হলেন বাপী দাস

নীরেশ ভৌমিক ঃ পঞ্চায়েত নির্বাচনে প্রথমবার প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নেমে এবং জয়ী হয়ে গাইঘাটা পঞ্চায়েত সমিতির জন স্বাস্থ্য ও পরিবেশ দফতরের কর্মাধ্যক্ষ হলেন ব্লকের ডুমা অঞ্চলের দীঘা গ্রামের বাসিন্দা বাপী দাস। পেশায় গৃহশিক্ষক বাপীর সাথে এলেকার মানুষের যোগাযোগ ছিল। অঞ্চলের পঞ্চয়েত সমিতির অপর দুই প্রার্থী বিজেপির নিকট পরাস্ত হলেও বাপী বাবু জয়ী

হন। সেকারণে দল বাপী বাবুকে কর্মাধ্যক্ষ পদের দায়িত্ব দেন। জনস্বাস্থ্য ও পরিবেশের কর্মাধ্যক্ষ ছাড়াও তিনি শিক্ষা ও ক্রীড়া স্থায়ী সমিতির সদস্যপদও লাভ করেন। বাপীর এই পদ প্রাপ্তিতে অতিশয় খুশি গ্রামের মানুষজন। ১২ সেপ্টেম্বর কর্মাধ্যক্ষ পদ লাভের পর বাপীর অনুগামীরা তাঁর গলায় ফুলের মালা পরিয়ে শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানান।

নেচার স্টাডি বা প্রকৃতি চর্চা

এলিজক্ট কার্সন মঙ্গলে কাটাবে আজীবন

অজয় মজুমদার

মঙ্গলগ্রহে প্রথমবার মানুষ পাঠাবার অভিযান শুরু হবে ২০৩৩ সালে। জানা যায়, একটি মেয়েকে এখন থেকেই উপযুক্ত করে তোলা হচ্ছে মঙ্গলে গিয়ে থাকার জন্য। মেয়েটির নাম এলিজা কার্সন। মঙ্গল অভিযানের সময় তার বয়স হবে ৩২ বছর। এটা একজন নভোচারীর জন্য উপযুক্ত বয়স। এলিজা জানে যে, সে আর পৃথিবীতে ফিরতে পারবে না। এলিজা সর্বকনিষ্ঠ, সে অতি অল্প বয়সে অ্যাডভান্স স্পেস একাডেমী থেকে স্নাতক হয়েছে এবং নাসার সাতটি স্পেস ক্যাম্পে অংশগ্রহণ করেছে। আরো জানা যায়, ফাইনাল ফ্রন্টিয়ার স্পেস সুইট ডিজাইন প্রস্তুতকারক সংস্থা প্রিভেট সিটিজেন সায়েন্স অর্গানাইজেশন এর থেকে মঙ্গল গ্রহে যাওয়ার সমস্ত প্রশিক্ষণ তার নেওয়া হয়ে গেছে। এমনও শোনা যাচ্ছে তার শরীরে বিশেষ জিন থেরাপী করিয়ে মঙ্গল অভিযানে যাবেন কার্সন। এতে মঙ্গলের পরিবেশের সঙ্গে এলিজা খাপ খাইয়ে নিতে সক্ষম হবে।

এলিজা কার্সন জন্মগ্রহন করেন ২০০১ সালের ১০ই মার্চ। স্থান- হ্যামন্ড, লুইজিয়ানা, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। তাঁর জাতীয়তা মার্কিন আমেরিকান। ছোট থেকেই শিশুদের বই পড়ে মেয়েটির মধ্যে মহাকাশচারী হওয়ার বাসনা জাগে। তার এই আকাঙ্ক্ষার কথা তার পালিত পিতা বাট কার্সনকে জানায়। তিনিও মেয়েকে উৎসাহ দেন। মহাকাশের বিভিন্ন বই এনে দেন। এ'ভাবেই এলিজার মধ্যে একটা স্বপ্ন লালিত হয়ে উঠতে থাকে। মঙ্গল গ্রহে সে যাবে। মেয়ে এবং বাবা দুজনেই জানে মঙ্গল থেকে ফিরে আসা সম্ভব নয়। ওখানেই স্থায়ী ভাবে বসবাস করতে হবে'। ওখানকার পরিবেশের সঙ্গে মানিয়ে চলতে হবে। পৃথিবীতে তাঁর পরীক্ষা নিরীক্ষার রিপোর্ট পাঠাতে হবে। সঙ্গীহীন মঙ্গলে এলিজা কিভাবে বাঁচবে? খাদ্য বেশি দিনের নিয়ে যাওয়া সম্ভব নয়। খাদ্য উৎপাদন করে নিজের খাবার খেতে হবে। এই সব বিষয়ে তাকে বিভিন্ন ভাবে ট্রেনিং দিয়ে যোগ্য করে তোলা হচ্ছে'। শিশু বয়স থেকেই এলিজা খুবই মেধাবী। সব কিছু শিক্ষাই সহজে রপ্ত করা তার সহজাত। ছোট থেকেই তারায় ভরা মহাকাশের হাতছানিতে সে কল্পনার গহন অরণ্যে হারিয়ে যেত। ভালবাসত দূরের গ্রহ উপগ্রহের নানা অজানা গল্প জানতে। তার সব সময় মনে হতো গভীর গিরিখাত আর আগ্নেয়গিরি ঘেরা লাল গ্রহ থেকে ডাক এসেছে তার কাছে। সেই ডাকের কাছে তুচ্ছ পৃথিবীর ভোগবিলাস। এমনকি নিজের প্রাণ তুচ্ছ। মেয়ের আগ্রহ দেখে বাবা তাকে অ্যালবামার এক স্পেস ক্যাম্পে নিয়ে যান। তখন তার বয়স ছিল মাত্র সাত ও এখানেই শেষ হলো নয়। মাত্র ১২ বছর বয়সেই সবচেয়ে কম বয়সী কুইবেক এবং তুরস্কে হওয়া নাসার বেস ক্যাম্পের প্রত্যেকটার অংশগ্রহন করে। এলিজা এই সব কটি ট্রেনিং-এ রেকর্ড পারফরমেন্স দেখান। ২০১৪ মধ্যেই ৯টি রাজ্যে নাসার ১৪টি ভিজিও সেন্টার পরিদর্শন করে এলিজা কেড়ে নেন নাসার পাসপোর্ট প্রোগ্রামের প্রথম স্থানটি। ডাক পান নাসার এম ই আর (মঙ্গল অভিযান)-এ। শুরু হয় তাঁর স্বপ্ন পুরনের নতুন অধ্যায়। এই অধ্যায়ে হাড় ভাঙা পরিশ্রম তার নিত্য দিনের সঙ্গি।

এলিজার প্রশিক্ষনের গুরুত্বপূর্ণ অংশ হল— ভার বিহীন স্থানে থাকার কৌশল, রোবোটিক পদ্ধতি সহ আরো নানা বিষয়। নাসার পক্ষ থেকে তাকে একটি কল-নেম দেওয়া হয়েছে। তা হল ব্লু- বেবি। শিখতে হয়েছে নানা ধরনের ভাষাও। ইংরেজি, ফ্রেঞ্চ, স্প্যানিশ, চিনা ভাষায় এলিজা বেশ সাবলীল হয়ে উঠেছে। ২০১৬ সালে এলিজা প্রজেক্ট পোলার সার অরবিটাল সায়েন্স ইন দ্যা অ্যাপার মেসোস। ১৮ বছরেই সে পেয়েছে পাইলট লাইসেন্স। বর্তমানে এলিজ ফ্লোরিডার ইনস্টিটিউট অফ টেকনোলজি অ্যান্ড অ্যাস্ট্রোবায়োলজি নিয়ে পড়াশোনা করে। নাসা যদিও এক বিজ্ঞপ্তিতে জানিয়েছে এলিজার সঙ্গে এখনো পর্যন্ত কোনো মিশনের আনুষ্ঠানিক কথাবার্তা হয়নি। এলিজা তার ওয়েবসাইট এবং সোশ্যাল মিডিয়াগুলিতে নাসার প্রসঙ্গ ব্যবহার করেছেন। ২০৩৩ সাল নাগাদ এই প্রথমবার মঙ্গলে মানুষ পাঠানোর মিশন আদপে সফল হবে কিনা তা কেউ জানে না। সেক্ষেত্রে এলিজার যাওয়া অনিশ্চিত।

এলিজার ডেডিকেশন অবাক হওয়ার মতো। এলিজা প্রতিজ্ঞা করেছে প্রেম, ভালবাসা ও বিয়ের মতো পবিত্র সম্পর্কে সে জড়াবে না। জোর কদমে প্রস্তুতি চলছে। মঙ্গলে গিয়ে গাছ লাগানোর স্বপ্ন দেখেছে এলিজা। পরিচিত মানুষদের সঙ্গে তার আর কখনো দেখা হবে না। তবুও সে একা একা মঙ্গলে থাকতে চায়। আর মাত্র ১৪-১৫ বছর পরে এলিজা নিঃসঙ্গ মানুষ হিসাবে কোটি কোটি মাইল দূরের লোহার লালচে মরিচায় ঢাকা প্রচন্ড শীতল নিস্প্রাণ গ্রহের নীল নক্ষত্রের নিচে হারিয়ে যাবে। সেই একা হারিয়ে যাওয়া তার কাছে বড়

আনন্দ! সেই আনন্দের কাছে পৃথিবীর সব সাজানো সংসার প্রেম সন্তানাদি এসবের আনন্দ নির্বিঘ্নে বিসর্জন দিয়ে যাচ্ছে।

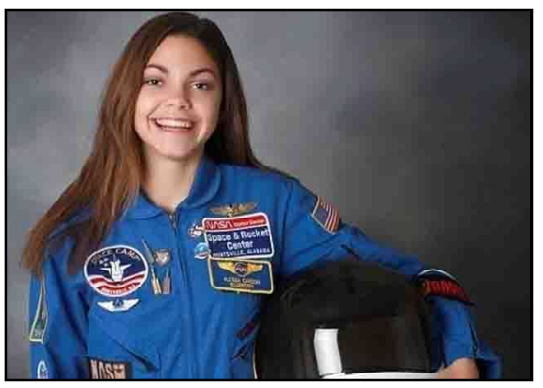

এলিজা নিজস্ব ওয়েবসাইটে এমন কোন তথ্য উল্লেখ নেই যে তিনি কোন মঙ্গল অভিযানের সঙ্গে যুক্ত সেখানে দেখা যাচ্ছে তিনি বর্তমানে ফ্লোরিডা ইনস্টিটিউট অফ টেকনোলজিতে অ্যাস্ট্রোবায়োলজি পড়ছেন। এলিজা বেশ কয়েক মাস ধরে সাড়া জাগিয়ে চলেছেন। সঙ্গত কারণেই মঙ্গল সম্বন্ধে ২০১৪ সালে জানুয়ারিতে নাসা তাকে ওয়াশিংটন ডিসিতে মার্চ এক্সপ্লোরেশন রোভার দশ প্যানেলে অন্ত র্ভুক্ত করে প্যানেলের সদস্য হিসাবে তিনি নাসার টিভিতে মঙ্গলগ্রহের ভবিষ্যৎ মিশন বিষয়ে আলোচনায় অংশ নেন। এই তথ্যের প্রমাণ পাওয়া যায়, নাসা ওয়েবসাইটে দেশে-বিদেশে এই সম্ভাবনাময় মহাকাশচারীকে নিয়ে মানুষের কৌতূহলের সুযোগ নিয়ে বিভিন্ন রকম খবর তৈরি হচ্ছে।

উপহার ও তার হাল-হকিকত কথা

উপহার হয়ে থাকে বিভিন্ন চরিত্রের। কখনও-বা উৎকোচ, আবার কখনও-বা পুরস্কার, দক্ষিণা, দান ইত্যাদি শব্দের সমার্থক হয়ে ওঠে। উপহার নিয়ে যেমন অত্যন্ত জনপ্রিয় কাহিনি বা ঘটনা আছে অনেক, তেমনি আবার উপহার প্রত্যাহার বা কেড়ে নেওয়ার মতো ঘটনাও বাস্তবে ঘটে। ইতিহাসের পাতায় পাতায় ছড়িয়ে রয়েছে এমন ঘটনার অজস্র নিদর্শন। উপহারের অতীত বর্তমান নিয়ে লিখেছেন— **নির্মল বিশ্বাস**

গত সপ্তাহের পর...

উপহারের আবার একটা খোলস থাকে। এই খোলসের তলায় থাকে আরেকটি রূপ। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই উপহারের মোড়কে মানুষ চায় উদ্দেশ্য সফল করতে। এই জাতীয় উপহারকে আমরা উৎকোচের সমর্থক বলে ধরে নিতে পারি। বিভিন্ন ইতিহাস ঘাটলে দেখতে পাবো, কোনো রাজা মহারাজাকে অন্য কোনো রাজা, সামন্ত, প্রভু ও বণিকরা নানা ধরনের উপহার দিতেন। সোজা কথায় একে বলা হয় "ভেট"। রাজার কাছে তার তাৎপর্য ছিল আলাদা। রাজারা তা গ্রহণ করতেন। কারণ, আসলে উপহার নয় আনুগত্যে। আর উপহার দাতারাও পেতেন নানান সুযোগ সুবিধা। অনেক রাজা নিজ কন্যাকেও উপহার দিয়েছেন। অন্য কিছু নয়, মৈত্রী ও নিরাপত্তার তাগিদে। একদা বাংলার নবাব সিরাজদ্দৌলাকে ইংরেজ বণিকেরা উপঢৌকন পাঠাতে বিলম্ব ঘটলে তিনি চটে লাল হয়ে যেতেন। আসলে, ইংরেজ বণিকেরা সিংহাসনের অনিশ্চয়তার সুযোগ নিতে চেয়েছিলেন।

সারা পৃথিবীতে একসময় রাজা-বাদশাদের উপহার দেওয়ার একটা রেওয়াজ ছিল। অস্ট্রিয়ার সম্রাট প্রথম ম্যাক্সমিলানের কন্যা মার্গারেট পঁচিশ বছর বয়সের মধ্যেই দুবার বিধবা হয়েছেন। এই প্রভাবশালী মহিলাটি "পেইন্টিং"-এর প্রতি দুর্বলতা অস্ট্রিয়ায় সুবিদিত ছিল। ম্যাক্সমিলানের এক উপদেষ্টা ভন ডয়োগো ডে গুয়েভারা ১৪১৪ খ্রিস্টাব্দে মার্গারেটকে একজন ফরাসি চিত্রকরের আঁকা একটি তৈলচিত্র উপহার দেন। ম্যা'র্গারেট ছবির প্রতি আকর্ষণকে কাজে লাগিয়ে হয়ত নিজের আখের গোছাতে চেয়েছিলেন।

১৪৮২ খ্রিস্টাব্দে উরবিনের ডিউক গুইতো বালতোর স্বপ্ন দেখতেন তিনিও তাঁর বাবার মতো বীরত্বের জন্য বিভিন্ন সম্মানসূচক উপাধি পাবেন। তাঁর প্রধান

লক্ষ্য ছিল "অর্ডার অফ দ্যা গর্টার", যা পেতে হলে ইংল্যান্ডের রাজা সপ্তম হেনরিকে সন্তুষ্ট করতে হবে। বিচক্ষণ রাজা গুইতো বালতোর উচ্চাশার কথা বুঝতে পেরেছিলেন, তাই রাজা ভাবলেন ফ্রান্স আর ইতালি বিরুদ্ধে যুবককে কাজে লাগানো যেতে পারে। যুবকটি হেনরির বন্ধুত্ব গ্রহণ করে তাঁকে একটি তৈলচিত্র উপহার দিলেন। মাত্র বাইশ বছর বয়সে উরবিনের বিখ্যাত শিল্পী র্যা ফেল ছবিটি এঁকেছিলেন। ছবিটির বিষয় ছিল সেন্ট জর্জ তাঁর তরবারি দিয়ে একটা ড্রাগনকে হত্যা করছেন। মৃত ড্রাগনের কাটা মুণ্ডু উপহার দেবেন এক রাজকুমারীকে। সেন্ট গাঢ় নীল রঙের নাইটের পোশাকে সুসজ্জিত। রেনেসাঁর যেসব নাইট "অর্ডার অফ দ্যা গর্টার" পেতেন তাঁরাও পরাতেন নীল রঙের পরিচ্ছদ। সুতরাং গুইতো বালতোর মনের ইচ্ছা সপ্তম হেনরিকে বুঝিয়ে দিতে হয়নি। অষ্টম শতাব্দীর দুটি ইতিহাস খ্যা তনামা পশ্চিম ইউরোপের ফ্রাঙ্ক শাসক শার্লাম্যান আর বাগদাদের খলিফা হারুণ অল রশিদ। তিনি আবার আরব্য রজনীর নায়ক। দুই রাজ্যের মধ্যে কয়েক সহস্র যোজন ব্যবধান। বাণিজ্য করতে হলে দূরত্বে কী আসে যায়। আর বাণিজ্য করতে গেলে রাজাদের দূত বিনিময় আর তাঁদের মাধ্যমে উপঢৌকন দেওয়ার প্রচলিত রীতি অবশ্যই মানতে হবে। এরকম একটা উপহারের নিদর্শন আজও রয়েছে পারস্যের ন্যাশনাল লাইব্রেরিতে। শোনা যায়, এই উপহারটি ঐতিহাসিক দিক থেকে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এই উপহারটি শার্লেম্যানকে পাঠিয়েছিলেন বাগদাদের হারুণ অল রশিদ। উপহারটি ছিল পারস্যের রাজা দ্বিতীয় খশরুর একটি সোনার ফ্রেমের রত্নখচিত থালা। ফরাসি বিপ্লবের পর সেটি পারস্যেদের ন্যারশন্যাল লাইব্রেরিতে চলে আসে।

এরকম আরও একটি অভিনব উপহার দিয়েছিলেন শার্লেম্যানের প্রায় এক হাজার বছর পর। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির একজন দূত চমকে দিয়েছিলেন পারস্যের আর এক সম্রাট ফতে আলি শাহকে। ফতে আলির দুটি ব্যাপারে খুব নামডাক ছিল। এক, হারেমের জন্য। তাঁর নিজস্ব হারেমে নারীর সংখ্যা ছিল আটশো জন। দুই, উপহার দেওয়ার জন্য। তিনি খুব দিলদার নবাব ছিলেন। তিনি প্রথমে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির চেয়ারম্যানকে একটি খাঁটি সোনার থালা উপহার দেন। থালায় আঁকা ছিল ফুল, পাখি ও পারসিক প্রতীক সিংহ আর সূর্য। এই ঘটনার পর পরই স্যার জন মার্শাল ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির দূত হয়ে পৌঁছে যান ফতে আলির শাহের দরবারে। রকমারি উপহারের মধ্যে তিনি সম্রাটকে একটি আলু দিয়েছিলেন। সম্রাট তো খুবই খুশি। কেননা, পারস্যের লোকেরা নাকি এর আগে কখনও আলু দেখেননি। খুশিতে সম্রাট নিজের কোমর থেকে তাঁর ছুরিটি বের করে দিতে যাচ্ছিলেন মার্শালকে। কী খেয়াল হলো, ছুরিটি আবার কোমরে ঝুলিয়ে নিজের অস্ত্রশিল্পীকে আদেশ দিলেন হুবহু (অবিকল) তাঁর ছুরির মতো একটা ছুরি বানাতে। সেদিনের সেই স্বর্ণ ও রত্নখচিত ছুরিটি আজও সাজানো রয়েছে ব্রিটিশ মিউজিয়ামে।

পর্তুগিজ নাবিক ভাস্কো-ডা-গামা কালিকটের রাজা সামোরিনকে কী উপহার

চলবে...

সপ্তম পর্যয়ের দুয়ারে সরকার

নীরেশ ভৌমিক ঃ গত ১ সেপ্টেম্বর থেকে সারা রাজ্যে শুরু হয়েছে সপ্তম পর্যায়ের দুয়ারে সরকার। রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দোপাধ্যায়ের ঐকান্তিক উদ্যোগে মোট ৩৫ টি পরিষেবা নিয়ে চলছে এই কর্মসূচী। প্রথম

পর্বে ১৬ সেপ্টেম্বর অবধি বিভিন্ন প্রকল্পে আবেদন পত্র গ্রহন করা হচ্ছে। এরপর ১৮-৩০ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত চলবে পরিষেবা প্রদান শিবির। সেই সঙ্গে থাকছে পাড়ায় সমাধান কর্মসূচী।

গাইঘাটা ব্লকের চাঁদপাড়া ও ডুমা অঞ্চলে গত ৪ ও ১৩ সেপ্টেম্বর দুয়ারে সরকার শিবির অনুষ্ঠিত হয়। শিবিরগুলিতে অন্যান্য পরিষেবার সাথে নতুন পরিয়ায়ী শ্রমিকদের নথিভূক্তকরণ ও বার্ধক্য ভাতার লাইনে মানুষজনের যথেষ্ট উপস্থিতি চোখে পড়ে। অঞ্চলের প্রধান সহ নবনির্বাচিত পঞ্চায়েত সদস্য ও পঞ্চায়েত কর্মীগণ অঞ্চলের মানুষজনকে শংসাপত্র প্রদান ও আবেদনপত্র পূরণে সহযোগিতা করছেন, চাঁদপাড়া প্রধান দীপক দাস জানান, আগামী ৩০ সেপ্টেম্বরের এই পর্যায়ের বৈধ আবেদন পত্রগুলির নিষ্পত্তি করা হবে।

ব্লকের সমাজ কল্যাণ আধিকারিক বিশ্বজিৎ ঘোষ জানান, রাজ্যের সর্বাধিক মানুষের কাছে সরকারি পরিষেবা পৌঁছে দেবার একটি অন্যতম প্রধান কর্মসূচী হচ্ছে এই দুয়ারে সরকার প্রকল্প। ৬ষ্ঠ পর্যায় অবধি ৪ লক্ষ ৬৬ হাজার শিবিরে রাজ্যের ৭ কোটি ২০ লক্ষ মানুষকে এই প্রকল্পের পরিষেবা পৌঁছে দেওয়া সম্ভব হয়েছে।

গাইঘাটা পঞ্চায়েত সমিতির মনোনীত কর্মাধ্যক্ষগণ

নীরেশ ভৌমিক ঃ গত ১২ সেপ্টেম্বর এক সভায় গঠিত হল গাইঘাটা পঞ্চায়েত সমিতির স্থায়ি সমিতি। ব্লকের বিডিও সঞ্চয় সেনাপতির উপস্থিতিতে ৯ জন কর্মাধ্যক্ষ মনোনীত হন। উপস্থিত ছিলেন পঞ্চায়েত সমিতির নবনির্বাচিত সভাপতি ইলা বাক্চি, ব্লকের জয়েন্ট বিডিও কার্তিক রায় সহ নির্বাচিত সদস্য-সদস্যাগণ।

সভায় সর্বসম্মতিক্রমে পূর্ত ও পরিবহন কর্মাধ্যক্ষ মনোনীত হন তৃণমূল যুব নেতৃত্ব ঠাকুরনগরের নিরুপম রায়। খাদ্য ও সরবাহ কর্মাধ্যক্ষ মনোনীত হন সুটিয়া অঞ্চল থেকে নির্বাচিত প্রবীন তৃণমূল নেতা বিষ্ণুপদ ঘোষ। কৃষি ও সমবায় কর্মাধ্যক্ষ মনোনীত হন জলেশ্বর অঞ্চল থেকে নির্বাচিত অজয় দত্ত । শিক্ষা ও ক্রীড়া কর্মাধ্যক্ষ মনোনীত হন চাঁদপাড়া অঞ্চলের মণ্ডল পাড়া হাই স্কুলের সদ্য অবসর প্রাপ্ত শিক্ষক ও বিশিষ্ট শিক্ষক নেতৃত্ব মধুসূদন সিংহ। মৎস্য প্রানী সম্পদ কর্মাধ্যক্ষের দায়িত্ব লাভ করেন চাঁদপাড়া অঞ্চলের মণ্ডলপাড়ার বাসিন্দা অঞ্জন বৈদ্য। এবারও শিশু ও নারী উন্নয়ন ও জনকল্যাণ দফ্তরের দায়িত্ব পেয়েছেন চাঁদপাড়া অঞ্চলের বাসিন্দা তাপসী ঘোষ। ডুমা অঞ্চল থেকে নির্বাচিত সমিতির একমাত্র সদস্য বাপী দাস লাভ করেছেন জনস্বাস্থ্য ও পরিবেশ দফ্তরের দায়িত্ব। বন ও ভূমি সংস্কার দফ্তরের দায়িত্বে এসেছেন রামনগর অঞ্চল থেকে নির্বাচিত বিধান বর্মন। ঝাউডাঙা অঞ্চল থেকে নির্বাচিত সমীর হালদার ক্ষুদ্র শিল্প, বিদ্যুৎ ও অচিরাচরিত শক্তি দফ্তরের দায়িত্ব লাভ করেছেন।

এদিনের স্থায়ি সমিতি মনোনয়ন নিয়ে তৃণমূলের দলীয় কর্ম সমর্থকগনের মধ্যে বেশ উৎসাহ উদ্দীপনা চোখে পড়ে। বিভিন্ন অঞ্চল

থেকে দলীয় নেতা কর্মীগণ ব্লক কার্যালয়ে এসে উপস্থিত হন। মনোনীত কর্মাধ্যক্ষণের গলায় মালা পরিয়ে শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানান। গাইঘাটা থানার বিশাল পুলিশ বাহিনীর উপস্থিতি সকলের নজর কাড়ে। পঞ্চায়েত সমিতির ভূতপূর্ব সভাপতি ও বর্তমান সহ সভাপতি বর্ষিয়ান তৃণমূলনেতা গোবিন্দ দাস শারীরিক অসুস্থতার কারনে এদিনের সভায় উপস্থিত হতে পারেন নি বলে জানা গেছে।

গোবরডাঙার রেনেসাঁসে পত্রিকা প্রকাশ আলোচনা সভা

নীরেশ ভৌমিক ঃ গত ৯ সেপ্টেম্বর অপরাহ্নে গোবরডাঙার রেনেসাঁস ইনস্টিটিউটে আয়োজিত অনুষ্ঠানে কুমুদিনী দত্ত স্মারক বক্তৃতা ও কুশদহ বার্তা পত্রিকার ৩২ তম বর্ষের ২য় সংখ্যা প্রকাশিত হয়। পত্রিকাটির অনুষ্ঠানিক প্রকাশ করেন ইনস্টিটিউট এর প্রধান উপদেষ্টা এবং গোবরডাঙা গবেষনা পরিষদ এর সম্পাদক বিশিষ্ট শিক্ষাব্রতী দীপক কুমার দাঁ। স্বাগত ভাষণে সংস্থার সভাপতি ড.সুনীল বিশ্বাস উপস্থিত সকলকে শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানিয়ে ইনস্টিটিউট এর প্রতিষ্ঠা এবং অতীত ঐতিহ্য তুলে ধরেন এবং সেই সঙ্গে আয়োজিত আলোচনা সভার সাফল্য কামনা করেন। এদিনের আলোচনা সভায় সভাপতি অবসর প্রাপ্তা শিক্ষিকা আভা চক্রবর্তী বিশিষ্ট শিক্ষাব্রতী ও খাঁটুরা উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়ের শিক্ষিকা ও সমাজকর্মী প্রয়াতা কল্যানী দাস গুপ্তের জীবন ও কর্মের উপর আলোকপাত করে মনোজ্ঞ ভাষণ দান করেন। কুমুদিনী দত্ত স্মারক বক্তৃতায় অংশ নিয়ে 'গোবরডাঙার নারী সমাজের সেকাল ও একাল' বিষয়ের উপর মূল্যবান বক্তব্য রাখেন গোবরডাঙা হিন্দু মহা বিদ্যালয়ের বিশিষ্ট অধ্যাপিকা ড. নিবেদিতা বিশ্বাস। রেনেসাঁস ইনস্টিটিউটের সম্পাদক শিক্ষক স্বপন চক্রবর্তী জানান, এখন থেকে প্রতিবছর এখানে কল্যানী দাস গুপ্ত স্মরণে স্মারক বক্তৃতা এবং এলেকার একজন লড়াকু মহিলাকে সংবর্ধনা প্রদান করা হবে। এদিনের আলোচনা সভার আহ্বায়ক বিশিষ্ট লেখক ও গবেষক সুখেন্দু দাসের সঞ্চালনায় সমগ্র অনুষ্ঠান বেশ প্রাণবন্ত হয়ে ওঠে।

মতুয়া ঠাকুর বাড়ির মাটি নিয়ে শুরু হলো বিজেপির অমৃত উদ্যান কর্মসূচি, কটাক্ষ তৃণমূল

প্রতিনিধি ঃ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির উদ্যোগে তৈরি হতে চলেছে অমৃত উদ্যান। ওই উদ্যানে দেশের সমস্ত প্রান্ত থেকে মাটি সংগ্রহ করে নিয়ে যাওয়ার কাজ শুরু হয়েছে।

শুক্রবার সকালে বিজেপির বনগাঁ সাংগঠনিক জেলায় ওই কর্মসূচির সূচনা হলো। ওই কর্মসূচির নাম দেওয়া হয়েছে 'আমার মাটি আমার দেশ'। এদিন সকালে ঠাকুরনগরের মতুয়া ঠাকুর বাড়ি থেকে মাটি সংগ্রহ করা হয়। উপস্থিত ছিলেন বনগাঁর সাংসদ তথা কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী শান্তনু ঠাকুর ও বিজেপির জেলা সভাপতি দেবদাস মন্ডল।

দেবদাস বাবু বলেন, 'প্রতিটি ব্লকের প্রতিটি বাড়ি থেকে মন্দির ও তুলসী মন্দিরের এক চিলতে মাটি ও কয়েক দানা চাল সংগ্রহ করার কাজ আজ থেকে শুরু হল। কলসি করে ব্লক থেকে জেলাতে পাঠানো হবে। জেলা সেই মাটি ও চাল পৌঁছে দেবে রাজ্য নেতৃত্বের কাছে। রাজ্য তা পৌঁছে দেবে দিল্লির সেই উদ্যানে। শান্তনু বাবু বলেন, 'দেশের সমস্ত প্রান্তের ধর্মীয় স্থান, সামাজিক স্থান এবং স্বাধীনতা সংগ্রামীদের ও মনীষীদের বাড়ির মাটি সংগ্রহ করা হচ্ছে। বিজেপির এই কর্মসূচিকে কটাক্ষ করেছে তৃণমূল। 'তৃণমূলের বনগাঁ সাংগঠনিক জেলা সভাপতি বিশ্বজিৎ দাস। তিনি বলেন 'দেবদাস মন্ডল শান্তনু ঠাকুররা আগে বলুক, রাম মন্দিরে কেন মতুয়া ঠাকুর বাড়ির মাটি ব্যবহার করা হল না। লোকসভা ভোটের আগে মতুয়াদের ভাওতা দিতে ঠাকুরবাড়ির মাটি নেওয়া হল।'

কিংস্টোন পুরস্কার লাভ প্রধান শিক্ষক মৃনাল কান্তি বিশ্বাসের

প্রথমপাতার পর...

পুরস্কার প্রাপ্ত শিক্ষক মৃনাল বাবু জানান, কিংস্টেন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান কতৃপক্ষ উত্তরীয়, পুষ্প স্তবক, ফাইল পেন, বুকলেট সহ সুদশ্য স্মারক সহ শিক্ষারত্ন ২০২৩ সম্মান তাঁর হাতে তুলে দিয়ে শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানান।

শ্রী বিশ্বাস আরোও জানান, শুধু তাই নয়, গত ৫ সেপ্টেম্বর জাতীয় শিক্ষক দিবসে হাবড়া পৌরসভা থেকেও তাঁকে স্মারক উপহারে বিশেষ সম্মান জানিয়েছে। আদর্শ শিক্ষক ও মহান দার্শনিক স্বাধীন ভারতবর্ষের দ্বিতীয় রাষ্টপতি ড. সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণন এর জন্মদিন জাতীয় শিক্ষক দিবস উপলক্ষে এই পুরস্কার লাভে তিনি অতিশয় গর্বিত। এই পুরস্কার তাঁকে শিক্ষার প্রসারে আরোও প্রেরনা জোগাবে বলে প্রধান শিক্ষক মৃনালবাবু মন্তব্য করেন।

গোপনাঙ্গে লুকিয়ে মহিলার সোনা পাচারের চেষ্টা

প্রথমপাতার পর...

টার্মিনালে ভারত ও বাংলাদেশের মধ্যে যাতায়াতকারী যাত্রীদের রুটিন চেকিংয়ের সময় ১৪৫ নম্বর ব্যাটালিয়ন মহিলা জওয়ানেরা বাংলাদেশ থেকে ভারতে প্রবেশকারী একজন সন্দেহভাজন মহিলা যাত্রীকে থামায়। মহিলা জওয়ানেরা হ্যান্ড হেল্ড মেটাল ডিটেক্টর (এইচএইচএমডি) দিয়ে তাকে তল্লাশি করলে মেশিনটি মহিলা যাত্রীর শরীরে ধাতব পদার্থের উপস্থিতি নির্দেশ করে। এর পরে, ওই যাত্রীকে মহিলা তল্লাশি রুমে নিয়ে তল্লাশির সময় তাঁর গোপনাঙ্গে ইনসুলেশন টেপ দিয়ে মোড়ানো সোনার পেস্টের একটি ড্রাম আকারের টুকরো পাওয়া যায়। এছাড়াও মহিলা যাত্রীর লাগেজে আরও ০২ টি ড্রাম আকারের সোনার পেস্ট পাওয়া যায়। মঙ্গলবার ধৃত মহিলাকে সোনা সহ পেট্রাপোল শুল্ক দপ্তরের হাতে তুলে দিয়েছে বিএস এফ।

রেল কর্তৃপক্ষের কাছে আবেদন বনগাঁর পুরপ্রধানের

প্রথমপাতার পর...

ভরে গিয়েছে। বৃষ্টির ফলে জল জমে থাকছে। যার ফলস্বরূপ ওই এলাকায় ডেঙ্গির প্রাদুর্ভাব দেখা যাচ্ছে। ইতিমধ্যে এই এলাকায় ডেঙ্গি আক্রান্তের সন্ধান পাওয়া গিয়েছে। ডেঙ্গি মশার লার্ভা পাওয়া গিয়েছে। পুরপ্রধান বলেন," রেল কর্তৃপক্ষের কাছে আবেদন করা হয়েছে বিশেষ পরিচ্ছন্নতা কার্যক্রম শুরু করার।"

স্মারকলিপিতে বলা হয়েছে, রেলওয়ে এলাকার মধ্যে ড্রেন নির্মাণের প্রস্তাব আগেই আপনাদের কাছে দেওয়া হয়েছে। তবে প্রস্তাবটি এখনও মঞ্জুর করা হয়নি। দেখা যাচ্ছে যে, যখন অতিরিক্ত বৃষ্টিপাত হয় তখন বনগাঁ স্টেশন সহ আশপাশের এলাকায় অনেক জায়গায় জল জমে থাকছে। এই বিষয়ে পদক্ষেপ করার আর্জি জানানো হয়েছে। পাশাপাশি, বনগাঁ স্টেশনে আরও টয়লেট তৈরি এবং স্টেশনের প্ল্যাটফর্মের বাইরে যাত্রীদের জন্য একটি আধুনিক ওয়েটিং রুম নির্মাণ করতে হবে। রেল কর্তৃপক্ষের কাছে আবেদন করা হয়েছে, যত তাড়াতাড়ি সম্ভব বনগাঁ- রানাঘাট শাখায় ডবল লাইনের কাজ শুরু করতে হবে। এই শাখায় যাতায়াত করা নিত্যযাত্রীদেরও দীর্ঘদিনের দাবি ডবল লাইনের। ডবল লাইন না থাকায় যাত্রীদের দুর্ভোগের মধ্যে পড়তে হয়। ট্রেনের ক্রসিংয়ের জন্য যাত্রীদের অপেক্ষা করে থাকতে হয়।

পুরপ্রধান বলেন," বনগাঁ থেকে রানাঘাট নৈহাটি ব্যান্ডেল স্টেশন হয়ে বর্ধমান পর্যন্ত একটি নতুন ট্রেন চালু করার প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে। কারণ এই জায়গাগুলিতে রোজ বনগাঁ থেকে বহু মানুষ যাতায়াত করেন।" পুরপ্রধানের কথায়," প্রস্তাবগুলি কার্যকরী হলে বনগাঁর শহরে প্রভূত উন্নতি ঘটবে। যানজট সহ অনেক সমস্যারও সমাধন হবে।" রেলকর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, পুরপ্রভার প্রস্তাবগুলি খতিয়ে দেখা হবে।

গোবরডাঙা মৃদঙ্গম
GOBARDANGA MRIDANGAM
আলোচনা সভা
আর্থিক সহায়তা : পশ্চিমবঙ্গ নাট্য আকাদেমি, পশ্চিমবঙ্গ সরকার
গোবরডাঙার নাট্য চর্চায় নারীর অবদান
বক্তা
শ্রী আশিস চট্টোপাধ্যায় (বিশিষ্ট নাট্য পরিচালক ও সদস্য, পশ্চিমবঙ্গ নাট্য আকাদেমি)
শ্রী পবিত্র মুখোপাধ্যায় (বিশিষ্ট গবেষক ও সাংবাদিক)
শ্রীমতি সোমা মজুমদার (বিশিষ্ট অভিনেত্রী)
আয়োজনে
গোবরডাঙা মৃদঙ্গম
১৫ সেপ্টেম্বর ২০২৩, সন্ধ্যে ৬.৪৫
গোবরডাঙ্গা মৃদঙ্গম-এর অস্থায়ী মহলা কক্ষে
09732481666 / 09433278921, Email. gobardangamridangam@gmail.com

গাড়ি চালানো শিখুন
বনগাঁ ও মধ্যমগ্রাম
সম্পূর্ণ প্রাইভেটে
আসন সংখ্যা সীমিত
প্রশিক্ষণ শেষে কর্মসংস্থানের সহায়তা
নতুন ব্যাচে ভর্তি নেওয়া শুরু হয়ে গেছে
NAMASTE INDIA
M-9635409258/8697430143
Helpline -9932065503 www.nicadsc.com
জীবন বীমা করুন জীবন সুরক্ষিত রাখুন

Future India Logistics
WE CARRY YOUR TRUST
Tapabrata Sen
Proprietor
LOGISTICS
7501855980 / 7001727350
futureindialogistics@yahoo.com
Subhasnagar, Bongaon
North 24 pgs, PIN- 743235
TRANSPORT SHIPPING & LOGISTICS SOLUTIONS

গাইঘাটা শিক্ষাকর্মাধ্যক্ষ পদে অবসর প্রাপ্ত শিক্ষক মধুসূদন সিংহ

নীরেশ ভৌমিক ঃ গত ১২ সেপ্টেম্বর অনুষ্ঠিত এক সভায় গঠিত হয় গাইঘাটা পঞ্চায়েত সমিতির স্থায়ি সমিতি। এদিনই সমিতির নব মনোনীত ৯ জন কর্মধ্যাক্ষ আগামী ৫ বছরের জন্য তাঁদের দায়িত্বভার বুঝে নেন। শিক্ষা কর্মাধ্যক্ষপদে মনোনীত হল স্থানীয় মণ্ডলপাড়া হাই স্কুলের সদ্য অবসর প্রাপ্ত বিশিষ্ট শিক্ষক ও শিক্ষক নেতৃত্ব মধুসূদন সিংহ। মধুস্যার শিক্ষা ক্রীড়া ও স্থায়ি সমিতির কর্মাধ্যক্ষ মনোনীত হওয়ায় অতিশয় খুশি

ব্লকের বিভিন্ন বিদ্যালয়ের শিক্ষক শিক্ষিকাগণ। পঞ্চায়েত সমিতির সভা নেত্রী ইলা বাক্চি মধুসূদন স্যারের গলায় মালা পরিয়ে শুভেচ্ছা জানান। শ্রীমতী বাক্চি মধুবাবু সহ অন্যান্য কর্ণাধ্যক্ষগণকে তাঁদের বসার ঘরে নিয়ে যান এবং সকলকে তাঁদের জন্য নির্ধারিত আসনে বসতে বলেন। মধুবাবু এদিন উপস্থিত সকলকে মিষ্টি মুখ করান।

স্থানীয় ডুমা অঞ্চলের ডেওপুল আধার মেমোরিয়াল হাই স্কুলের প্রধান শিক্ষক মধুবাবুর হাতে পুষ্পস্তবক তুলে দিয়ে অভিনন্দন জানান। এরপর মধুবাবু তাঁর দফ্তরের কয়েকজন সদস্যকে নিয়ে গাইঘাটা পূর্বচক্রের বিদ্যালয় পরিদর্শকের কার্যালয়ে গিয়ে সৌজন্য সাক্ষ্যাৎ করেন। সেখানে ব্লকের বিদ্যালয়গুলি সহ পঠন পাঠনের সার্বিক উন্নয়নে সংশ্লিষ্ট সকলকে সক্রিয় ভূমিকা গ্রহনের আহ্বান জানান। সেই সঙ্গে ব্লকের বিভিন্ন বিদ্যালয়ের বিভিন্ন সমস্যা সমূহ দূরীকরনে অগ্রনী ভূমিকা গ্রহনের কথাও বলেন। শিক্ষা কর্মাধ্যক্ষ মধুসূদনবাবু জানান, তিনি খুব শীঘ্রই গাইঘাটা চক্রের অবর বিদ্যালয় পরিদর্শকের সাথে সাক্ষ্যাৎ করবেন এবং ব্লকের প্রতিটি প্রাথমিক ও মাধ্যমিক সহ বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পরিদর্শনে যাবেন।

শ্রীপুর রূপায়ণের আয়োজনে অনুষ্ঠিত হল রাখী বন্ধন

প্রতিনিধি ঃ গত ৩০ আগস্ট ২০২৩ বুধবার শ্রীপুর রূপায়ণের আয়োজনে অনুষ্ঠিত হল রাখী বন্ধন এবং বৃক্ষরোপণ উৎসব। ইছাপুর হাই স্কুল (উ.মা)সামনে সকাল ৯টা থেকে অনুষ্ঠান শুরু হয় স্থানীয় বাজারের সকল দোকানদারকে রাখী বেধে অনুস্ঠানের সূচনা করেন সভাপতি শ্রী তরুণ গুহ।

এর পর একে একে পথচলতি মানুষের হাতে সংস্থার সদস্যবৃন্দ রাখী পরিয়ে ভাতৃত্বের বন্ধনে আবদ্ধ করেন, সেই সাথে তাদের মিষ্টি মুখ করানো হয় সংস্থার পক্ষ থেকে। তার পর শ্রীপুরগ্রামের বিভিন্ন জায়গায় বৃক্ষরোপণ করেন সংস্থার সকল সদস্যবৃন্দ। সংস্থার সম্পাদক শ্রী অরূপ কুমার দাঁ বলেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর রাখী বন্ধনের মধ্যে দিয়ে যে ভাবে ভাতৃত্বের বন্ধনে সকল সমাজের মানুষেকে একত্রিত করেছিলেন আমরাও একই ভাবে রাখী বন্ধন উৎসবের মাধ্যমে বর্তমান সমাজকে বিচ্ছিন্নতাবাদী শক্তির থেকে মুক্তি দিতে চাই।

সেই সাথে উষ্ণায়নের দিকে ছুটে যাওয়া এই পৃথিবীকে রক্ষা করতে মানুষের বৃক্ষরোপণ করতে উৎসাহ দিতে আমাদের এই বৃক্ষরোপণ উৎসব পালন।

গোবরডাঙার শিল্পায়নে নাট্য আকাদেমীর বক্তৃতা সভা অনুষ্ঠিত

নীরেশ ভৌমিকঃ পশ্চিমবঙ্গ সরকারের তথ্য সংস্কৃতি বিভাগ ও পশ্চিমবঙ্গ নাট্য আকাদেমী আয়োজিত এক বক্তৃতা সভা অনুষ্ঠিত হল গত ১০ সেপ্টেম্বর গোবরডাঙার শিল্পায়ন স্টুডিও থিয়েটারে। নাটকের শহর গোবরডাঙার শিল্পায়ন নাট্য সংস্থার ব্যবস্থাপনায় এদিন সন্ধ্যায় আয়োজিত বক্তৃতা সভার উদ্বোধন করেন গোবরডাঙার পৌরপতি শংকর দত্ত। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে

অন্যান্য বিশিষ্টজনদের মধ্যে ছিলেন পশ্চিমবঙ্গ নাট্য আকাদেমীর সচিব দেবকুমার হাজরা,জেলা তথ্য সংস্কৃতি আধিকারিক পল্লব পাল, মহকুমা তথ্য সংস্কৃতি আধিকারিক গোপাল সাহা, বিশিষ্ট চলচ্চিত্র পরিচালক শান্তনু সাহা, গোবরডাঙা থানার অফিসার ইনচার্জ অসীম পাল ও বিশিষ্ট লেখক, সাংবাদিক প্রাবন্ধিক ও সুবক্তা সম্রাট মুখোপাধ্যায়। শিল্পায়ন স্টুডিও থিয়েটারের প্রানপুরুষ স্বানামধন্য নাট্য ব্যক্তিত্ব ও রাজ্য নাট্য আকাদেমীর অন্যতম সদস্য আশিস চট্টোপাধ্যায় উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানান। সংস্থার সদস্য ও বিশিষ্ট নাট্যভিনেতা অভীক বন্দ্যোপাধ্যায় উপস্থিত সকলকে উত্তরীয় ও ফুলগাছের চারা ও মিষ্টি প্রদানে বরণ করে নেন।

উদ্বোধক পৌরপ্রধান শ্রীদত্ত রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জী রাজ্যে সুস্থ্য সংস্কৃতিকে শহরও মফঃস্বলে এমন কি গ্রামে গঞ্জে ছড়িয়ে দেবার লক্ষ্যে উদ্যোগী হয়েছেন। নাট্য আকাদমীর সচিব দেবকুমার হাজরা বলেন, নাটককে রাজ্যের বিভিন্ন জেলার মহকুমার স্তর পর্যন্ত পৌঁছে দেবার উদ্দেশ্যেই আজকের আলোচনা সভার আয়োজন। সমলোচক আসলে নাটকের বন্ধু এই বিষয়ের উপর আলোচনায় অংশ নিয়ে বিশিষ্ট নাট্যপরিচালক ও রাজ্যের নাট্য আকাদেমীর সদস্য সম্রাট বাবু বলেন, সমালোচনায় নাটক দুর্বল হয় না, আরোও সরল হয়, তবে সমালোচকগণ যদি নাটকের ১ টি শো দেখে সমালোচনা করেন সেটা ঠিক হবে না। নাটকটির কয়েকটি শো দেখে তবেই সমালোচনা করা উচিত।

শুরুতেই শ্রী মুখোপাধ্যায় বলেন, আজ এখানে নাটক দেখতে নয়, নাটকের কথা শুনতে এত মানুষ এখানে এসেছেন এতে বক্তা হিসেবে আমি নিজেকে গঠিত মনে করছি। তবে নাটকের প্রচারে বিজ্ঞাপনের গুরুত্ব রয়েছে। বিজ্ঞাপন যেমন পাঠক বাড়ায় তেমনি নাটকের দর্শকও বাড়ায়। তবে শ্রী মুখোপাধ্যায়ের বক্তব্যে বিষয়ের বাইরেরও অনেক কথা উঠে আসে।

সম্পর্ক গড়ে

নিউ পি. সি. জুয়েলার্স

হলমার্ক গহনা ও গ্রহরত্ন

HALL MARK

১। আমাদের এখানে রয়েছে হাল্কা, ভারী আধুনিক ডিজাইনের গহনার বিপুল সম্ভার।
২। আমাদের মজুরী সবার থেকে কম। আপনি আপনার স্বপ্নের সাধের গহনা ক্রয় করতে পারবেন সামান্য মজুরীর বিনিময়ে।
৩। আমাদের নিজস্ব জুয়েলারী কারখানায় সুদক্ষ কারিগর দ্বারা অত্যাধুনিক ডিজাইনের গহনা প্রস্তুত ও সরবরাহ করা হয়।
৪। পুরানো সোনার পরিবর্তে হলমার্ক যুক্ত গহনা ক্রয়ের সুব্যবস্থা আছে।
৫। আমাদের এখানে পুরাতন সোনা ক্রয়ের ব্যবস্থা আছে। আধার কার্ড ও ব্যাঙ্ক ডিটেলস নিয়ে শোরুমে এসে যোগাযোগ করুন।
৬। আমাদের শোরুমে সব ধরণের আসল গ্রহরত্ন বিক্রয় করা হয় এবং জিয়োলজিক্যাল সার্ভে অব্ ইন্ডিয়া দ্বারা টেস্টিং কার্ড গ্রহরত্নের সঙ্গে সরবরাহ করা হয় এবং ব্যবহার করার পর ফেরত মূল্য পাওয়া যায়। হোলসেলেরও ব্যবস্থা আছে।
৭। সর্বধর্মের মানুষের জন্য নিউ পি সি জুয়েলার্স নিয়ে আসছে ২৫০০ টাকার মধ্যে সোনার জুয়েলারী ও ২০০ টাকার মধ্যে রূপার জুয়েলারী, যা দিয়ে আপনি আপনার আপনজনকে খুশি করতে পারবেন।
৮। প্রতিটি কেনাকাটার ওপর থাকছে নিউ পি সি অপটিক্যাল গিফ্ট ভাউচার।
৯। কলকাতার দরে সব ধরনের সোনার ও রূপার জুয়েলারী হোলসেল বিক্রয়ের ব্যবস্থা আছে।
১০। সোনার গহনা মানেই নিউ পি সি জুয়েলার্স।
১১। আমাদের এখানে বসছেন স্বনামধন্য জ্যোতিষী ওম প্রকাশ শর্মা, সপ্তাহে একদিন— বৃহস্পতিবার।
১২। নিউ পি সি জুয়েলার্স ফ্রান্সচাইজি নিতে আগ্রহীরা যোগাযোগ করুন। আমরা এক মাসের মধ্যে আপনার শোরুম শুরু করার সব রকম কাজ করে দেবো। যাদের জুয়েলারী সম্পর্কে অভিজ্ঞতা নেই, তারাও যোগাযোগ করুন। আমরা সবরকম সাহায্য করবো। শোরুমের জায়গার বিবরণ সহ আগ্রহীরা বর্তমানে কী কাজের সঙ্গে যুক্ত এবং আইটি ফাইলের তথ্যাদি নিয়ে যোগাযোগ করুন।
১৩। জুয়েলারী সংক্রান্ত ২ বৎসরের অভিজ্ঞতা সম্পন্ন পুরুষ সেলসম্যান চাকুরীর জন্য Biodata ও সমস্ত প্রমাণপত্র সহ যোগাযোগ করুন দুপুর ১২টা থেকে বিকাল ৫টার মধ্যে।
১৪। সিকিউরিটি সংক্রান্ত চাকুরীর জন্য পুরুষ ও মহিলা উভয়ে যোগাযোগ করুন। বন্দুক সহ ও খালি হাতে। সময় দুপুর ১২টা থেকে বিকাল ৫টার মধ্যে।
১৫। অভিজ্ঞ কারিগররা কাজের জন্য যোগাযোগ করুন।
১৬। Employee ও কারিগরদের জন্য ESI ও PF এর ব্যবস্থা আছে।
১৭। অভিজ্ঞ জ্যোতিষিরা ডিগ্রী ও সমস্ত ধরণের Documents সহ যোগাযোগ করুন।
১৮। দেওয়াল লিখন ও হোর্ডিংয়ের জন্য আমাদের শোরুমে এসে যোগাযোগ করুন।
১৯। আমাদের সমস্ত শোরুম প্রতিদিন খোলা।
২০। Website : www.newpcjewellers.com
২১। e-mail : npcjewellers@gmail.com

নিউ পি. সি. জুয়েলার্স বাটার মোড়, বনগাঁ (বনশ্রী সিনেমা হলের সামনে)

নিউ পি. সি. জুয়েলার্স ব্রাঞ্চ বাটার মোড়, বনগাঁ (কুমুদিনী বিদ্যালয়ের বিপরীতে)

নিউ পি. সি. জুয়েলার্স বিউটি মতিগঞ্জ, হাটখোলা, বনগাঁ, উত্তর ২৪ পরগনা

এন পি.সি. অপটিক্যাল

১। বনগাঁতে নিয়ে এলো আধুনিক এবং উন্নত মানের সকল প্রকার চশমার ফ্রেম ও সমস্ত রকমের আধুনিক এবং উন্নত মানের পাওয়ার গ্লাসের বিপুল সম্ভার।
২। সমস্ত রকম কন্টাক্ট লেন্স-এর সুব্যবস্থা আছে।
৩। আধুনিক লেন্সোমিটার দ্বারা চশমার পাওয়ার চেকিং এবং প্রদানের সুব্যবস্থা আছে। এছাড়াও আমাদের চশমার ওপর লাইফটাইম ফ্রি সার্ভিসিং দেওয়া হয়।
৪। **চক্ষু বিশেষজ্ঞ ডাক্তার বাবুদের চেম্বার করার জন্য সমস্ত রকমের ব্যবস্থা আছে। যোগাযোগ করতে পারেন 8967028106 নম্বরে।**
৫। আমাদের এখানে চশমার ফ্রেম এবং সমস্ত রকমের পাওয়ার গ্লাস হোলসেল এর সুব্যবস্থা আছে।

বাটার মোড়, (কুমুদিনী স্কুলের বিপরীতে), বনগাঁ

Arup Kumar Nath
Customs Clearing & Forwarding Agent
: 03215-245 718
9475399888
8768010885
: absenterprise43@gmail.com
absenterprise43@yahoo.com
A.B.S. ENTERPRISE
Hazi Market (1st Floor) ● PETRAPOLE ● BONGAON ● NORTH 24 PARGANAS

Printer, Publisher & Owner **Utpal Mallick**, Published at Kalupur (Uttarpara, P.O.- Kalupur, P.S.- Bongaon, Dist.- North 24 Parganas, W.B. PIN- 743235 and Printed at KUMAR PRESS at Tawbazar, Bongaon, North 24 Parganas, W.B., PIN- 743235 - **9232633899 / 9134228513 / 9647791986 / 8972800084**
e-mail.- sarbabhauma@gmail.com, Web- https://www.sarbabhaumasamachar.in Sub- Editor- **Haridas Golder** Editor- **Utpal Mallick**